PRINT

সমকাল

দুই শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

ফের উত্তপ্ত হাবিপ্রবি, ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত

১০ ঘণ্টা আগে

দিনাজপুর প্রতিনিধি

রেজিস্ট্রারকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে দুই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করায় আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি)। গতকাল রোববার দুই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তের প্রতিবাদে সাধারণ শিক্ষার্থী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় মুক্ত হয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

এদিকে ক্লাস-পরীক্ষা চালু ও শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে পাল্টাপাল্টি মানববন্ধন করেছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা। এতে বিপাকে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গত ১৪ নভেম্বর থেকে অধিকাংশ ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকায় সেশনজটের আশঙ্কা শিক্ষার্থীদের। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আগামী ১০ ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স লেভেল-১, সেমিস্টার-১-এর ভর্তি পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় দু'পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে প্রশাসনের আয়োজনে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এ সময় তারা রেজিস্ট্রারের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। পরে তারা উপাচার্য ড. আবুল কাশেমের কাছে স্মারকলিপি দেন এবং দুপুর ১২টার মধ্যেই জড়িত দুই শিক্ষকের বহিস্কার দাবি করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত চিঠিতে সহকারী অধ্যাপক মহসীন আলী ও আবু বকর সিদ্দিককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ২০ থেকে ৩০ জন শিক্ষক রেজিস্ট্রারের কক্ষে প্রবেশ করে তাকে গালাগাল করেন। এক পর্যায়ে ওই দুই শিক্ষক রেজিস্ট্রারকে হাত ধরে কক্ষ থেকে বের করে দেন এবং মারধর করেন।

এদিকে একই স্থানে ৬১ শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের বিচারের দাবি এবং ক্লাস-পরীক্ষা চালুর সুষ্ঠু সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাদের কাছে দুই

শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে- এমন খবর এলে তারা উপচার্যের কক্ষে গিয়ে কারণ জানতে চান এবং এক পর্যায়ে অবরোধ করে। দুপুর ১টা থেকে উপাচার্য অবরোধ থাকার বিষয়টি প্রশাসনকে অবহিত করা হলে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফিরুজুল ইসলাম, সদর সার্কেল এএসপি সুশান্ত সরকারের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তাকে মুক্ত করে।

এদিকে গত ১৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৬১ জন শিক্ষককে মারধরের ঘটনায় বিচারের দাবি ও বর্ধিত বেতনের দাবিতে ওই দিন থেকে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এই আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী সহকারী অধ্যাপক কৃষ্ণ চন্দ্র রায় জানান, যেসব সহকারী অধ্যাপককে মারধর ও লাঞ্ছিত করা হয়েছিল, সেই ঘটনায় জড়িতদের বিচার হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সহসভাপতি অধ্যাপক ড. হারুন-উর রশিদ জানান, ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রারসহ বিভিন্ন শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেসব ঘটনা ঘটছে, সেসবের সুষ্ঠু সমাধান না হওয়ায় এর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. সফিকুল আলম জানান, সাময়িক বরখাস্ত হওয়া অভিযুক্ত দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

তিনি জানান, যাতে করে শিক্ষার পরিবেশ বজায় থাকে, শিক্ষার্থীদের কোনো সমস্যা না হয়, সেজন্য আন্দোলনরত শিক্ষকদের আলোচনায় বসার আহ্বান জানানো হয়েছে। অচিরেই এই সমস্যা সমাধান হবে বলে আশা করেন তিনি।

© সমকাল 2005 - 2018

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com